দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 10 MAY 2008
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

ভুয়া বিজ্ঞাপন দেখিয়ে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭শ' লোক নিয়োগ

॥ ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥

বিজ্ঞাপন জালিয়াতির মাধ্যমে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সাতশতাধিক লোকের নিয়োগ দেয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে। ফলে বিজ্ঞাপন জালিয়াতি প্রক্রিয়ায় জড়িত বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তা ও নিয়োগপ্রাপ্ত সাতশ' কর্মকর্তা- কর্মচারীর মধ্যে আতংক বিরাজ করছে। যে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ২৪টি পদে লোক নিয়োগ করেছে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সে বিজ্ঞাপনের বিষয়ে জানিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিতে রাখা বিজ্ঞাপনটি সঠিক নয় এবং তা সৃজনকৃত। এছাড়া এ বিজ্ঞাপন প্রকাশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কোন বিল পরিশোধ করা হয়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে এ বক্তব্যে প্রমাণিত হয়েছে, দুর্নীতির মাধ্যমে জনবল নিয়োগ করা হয়েছে। জালিয়াতির মাধ্যমে জনবল নিয়োগের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক হাফিজুর রহমান গত ১৬ এপ্রিল অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।

মামলার সূত্রে জানা যায়, ভিন্ন এক বিজ্ঞাপনের উপর পেস্টিং বা অন্য প্রক্রিয়ায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ২৪টি ভিন্ন ভিন্ন পদের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রতিস্থাপন করে সাতশতাধিক লোক অবৈধভাবে নিয়োগ দেয়া হয়। মামলায় বলা হয়, এ প্রতিস্থাপিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি ছিল সৃজনকৃত, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিতে সংযুক্ত রাখা হয়। পরবর্তীতে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সদস্য এবং এডভোকেট ফজলে রাব্বী জনস্বার্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের এ অনিয়মের বিরুদ্ধে মামলা করলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সৃজনকৃত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি হাইকোর্টে দাখিল করে। ফলে মামলাটি খারিজ হয়ে যায়। নিয়োগকৃত এসব পদের মধ্যে রয়েছে অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, সিনিয়র প্রোগ্রামার, মেইনটেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার, প্রোগ্রামার, অ্যাসিস্টেন্ট চীফ মেডিক্যাল অফিসার, সহকারী রেজিস্ট্রার, সিনিয়র সেকশন অফিসার, ল'অফিসার, সহকারী প্রোগ্রামার, সেকশন অফিসার, নিরীক্ষা অফিসার, সাব-টেকনিক্যাল অফিসারসহ ২৪টি পদ।

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকর্তাদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক মোঃ হাফিজুর রহমান হাইকোর্টে লিখিত আকারে গত ৭ নভেম্বর ২০০৭ একটি অভিযোগ দায়ের করেন। হাইকোর্ট অভিযোগটি আমলে নিয়ে ঘটনার সত্যতা খুঁজে পাননি, কিন্তু হাইকোর্ট বিভাগে মিথ্যা, সৃজনকৃত ও জাল ডকুমেন্টস জমা দেয়ার সংশ্লিষ্ট মামলাটি দায়ের করার জন্য হাইকোর্ট মোঃ হাফিজুর রহমানকে নির্দেশ দেন।

পরে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক মোঃ হাফিজুর রহমান বিষয়টি সম্পর্কে হাইকোর্টকে অবহিত করেন। হাইকোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী ১৬ এপ্রিল গাজীপুর জেলার জয়দেবপুর থানায় এ ব্যাপারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. ওয়াকিল আহম্মদ, সাবেক ট্রেজারার ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ট্রেজারার প্রফেসর সৈয়দ আবুল কালাম আজাদসহ সাত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে হাইকোর্টের উপর ফ্রড প্র্যাক্টিস ও জাল-জালিয়াতির ডকুমেন্টস জমা দেয়ায় মামলা করেন। এর আগে গত ৬ মে জয়দেবপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও এ মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মোঃ আব্দুর রশিদ মামলার আলামত জব্দের নোটিস প্রদান করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেপুটি রেজিস্ট্রার মোঃ রুহুল আমিন তার চিঠিতে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তাকে লিখিতভাবে জানান, ইংরেজী দৈনিক ইন্ডিপেন্ডেন্ট ও দৈনিক আজকালের খবর নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির কোন বিল প্রেরণ করেনি। তাছাড়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞপ্তি প্রচারের নিমিত্ত সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদিত তালিকায় দৈনিক আজকালের খবরের নাম নেই।

এ বিষয়ে তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার ও মামলার আসামি শমশের-উজ-জামান বলেন, জনসংযোগ বিভাগের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন পত্রিকা অফিসে পাঠানো হয়। এ বিষয়ে তিনি আর কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি। তৎকালীন জনসংযোগ বিভাগের পরিচালক মোহাম্মদ মোয়াত্তের জানান, বিষয়টি আমার মনে নেই। এ বিষয়ে আমি আর কিছু বলতে পারব না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ট্রেজারার অধ্যাপক সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ বলেন, জাল বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে লোক নিয়োগ হয়ে থাকলে তা অবশ্যই অন্যায় ও দুর্নীতি। তিনি বলেন, ২০০৪ সালে আমি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার ছিলাম। বিজ্ঞাপনের সঙ্গে আমার কোন সংযোগ ছিল না। তিনি জানান, উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভিসি অধ্যাপক ড. রাশিদুল হাসান বলেন, বিষয়টি সম্পর্কে জেনেছি। এভাবে অনিয়ম হয়ে থাকলে তা অবশ্যই দু:খজনক। তিনি জানান, যাই হোক না কেন আইনের মাধ্যমে এর